5.2 বস্তুবাদের ধারণা (Notion of Realism)

জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে বস্তুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। এই মতবাদে স্বীকার করা হয় যে, জ্ঞেয় বস্তুর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলেই আমরা সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা না থাকলে জ্ঞেয় বস্তু সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান পাওয়াই সম্ভব নয়। বস্তুর মন নিরপেক্ষ অস্তিত্বই হল আমাদের জ্ঞানের বিষয়।

5.2.1 বস্তুবাদ কাকে বলে ? (What is Realism?)

যে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ অনুযায়ী স্বীকার করা হয়, জ্ঞাতা (knower) এবং জ্ঞেয় বস্তু (knowing object)—উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, সেই দার্শনিক মতবাদকেই বলা হয় বস্তুবাদ (realism)। এরূপ মতবাদে দাবি করা হয় যে, জ্ঞেয় বস্তুর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বলেই সেগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়। এরা কেউই তাদের অস্তিত্বের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়।

5.2.2 বস্তুবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (Main Tenets of Realism)

বস্তুবাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে যেগুলিকে উল্লেখ করা হয়, সেগুলি সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

1. **জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার মননিরপেক্ষ:** বস্তুবাদ অনুযায়ী স্বীকার করা হয় যে, জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের বস্তু তথা জ্ঞেয় বস্তু যেমন থাকতে পারে, তেমনি জ্ঞেয় বস্তুকে বাদ দিয়েও জ্ঞাতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে। এরা কেউই কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়। সমস্ত প্রকার জ্ঞানেই একজন জ্ঞাতা যেমন থাকে, তেমনি একটি জ্ঞেয় বস্তুও থাকে। বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়বস্তু বা জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতার জ্ঞানের বাইরে স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জ্ঞাতার জ্ঞানের ওপর জ্ঞেয় বিষয়টি নির্ভরশীল নয় বলেই কারও জানা বা না জানার ওপর জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার আগে তার সম্পর্কে কারও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তাই বলে যেইমাত্র নেপচুন গ্রহটি সম্বন্ধে জানা গেল, তক্ষুনিই তা অস্তিত্বশীল হল এমন দাবি করা আদৌ যুক্তিসংগত নয়। কাজেই নেপচুন গ্রহটির অস্তিত্ব কখনোই আমাদের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না, তা জ্ঞাননিরপেক্ষভাবেই অস্তিত্বশীল।

2. **জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক:** বস্তুবাদ অনুযায়ী স্বীকার করা যায় যে, জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার জ্ঞানের কোনো আন্তঃসম্পর্ক (internal relation) নেই।

   i **বস্তু ও জ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কহীনতা:** বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কটি কী? একটি বিষয় বা বস্তু যদি আর-একটি বিষয় বা বস্তুকে ছেড়ে কখনোই স্বাধীনভাবে থাকতে না পারে, তা হলে বলা হয়, ওই বিষয় বা বস্তু দুটি পরস্পরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কিত। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে বস্তুটি যেমন থাকতে পারে, তেমনি বস্তুটিকে বাদ দিয়েও জ্ঞাতা থাকতে পারে। সুতরাং, বস্তুবাদ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর আন্তঃসম্পর্ককে কখনোই স্বীকার করে না।

   ii **বাহ্যসম্পর্ক:** জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুটির সম্পর্ক হল একপ্রকার বাহ্যসম্পর্ক। বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার মনের সংযোগ ঘটলে জ্ঞানলাভ হয় আর তা না হলে জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু তাই বলে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেই তাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না, এমনটা নয়। যে-কোনো জ্ঞানের বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয় না হয়েও স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করতে পারে। সে কারণেই দাবি করা যায় যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক হল বাহ্য।

3. **জগতে বিচিত্র বস্তুর সহাবস্থান:** বস্তুবাদ অনুযায়ী স্বীকার করা হয় যে, জ্ঞানের বিষয় হল বহু। এক-একটি জ্ঞানের এক-একটি বিষয়। জ্ঞানের বিষয়ের ক্ষেত্রে তাই বহুত্ব আছে।

   i **বহুত্ববাদ:** আমরা বহু বিষয়কেই জানি এবং এই বিষয়গুলি হল আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ। আমাদের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল না হয়েই এগুলি স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল। এ কারণেই বস্তুবাদী দার্শনিকদের বহুত্ববাদী (pluralists)-রূপেও অভিহিত করা হয়। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, জগতে অনেক

Scanned by CamScanner

অনেক বস্তু আছে, যেগুলি পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে বিরাজমান। এই সমস্ত বিচিত্র বস্তুর যোগফলই হল এই পার্থিব জগৎ।

ii **গুরুত্বহীন জাগতিক ঐক্য:** জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ জাগতিক ঐক্যকে গুরুত্বহীন বলে মনে করেন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্তুসম্ভারের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

4 **বস্তুর স্বরূপ অনুসারে বস্তুজ্ঞান:** বস্তুবাদ অনুসারে দাবি করা হয় যে, বস্তুই আমাদের জ্ঞানকে প্রভাবিত করে, আমাদের জ্ঞান কখনোই বস্তুকে প্রভাবিত করে না। অর্থাৎ, বস্তুর স্বরূপ যেমন, আমাদের জ্ঞানও হবে ঠিক সেইরকম। এক্ষেত্রে জ্ঞাতার মনের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বরং বলা যায় যে, বস্তুই আমাদের জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে।

5 **ভাববাদের সঙ্গে প্রকৃতিগত পার্থক্য:** বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদের যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তা হল প্রকৃতিগত (difference in nature)। কারণ ভাববাদ বস্তুবাদের বিরোধিতা করে বলে যে, জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞেয় বস্তু আদৌ থাকতে পারে না।

i **জ্ঞাতানির্ভর জ্ঞেয় বস্তু:** জ্ঞাতার মনের ওপরই জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। ভাববাদীদের মতে, আমি জ্ঞাতা হিসেবে কোনো বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করি বলেই, সেই বস্তুটি বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল। জ্ঞাতা-মন ছাড়া তাই বাহ্যবস্তুর স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। জ্ঞাতা হিসেবে আমি যদি কোনো টেবিলকে না দেখি, তাহলে টেবিলটির অস্তিত্ব আছে—কী করে বলা সম্ভব? সুতরাং ভাববাদীদের মতে, জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কটি হল এক ধরনের আন্তরসম্বন্ধ (internal relation)।

ii **জাগতিক ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ:** ভাববাদী দার্শনিকগণ বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতো বহুত্ববাদীরূপে স্বীকৃত নন। তাঁরা মূলত অদ্বৈতবাদী (Monist)। তাদের মতে— সর্বশক্তিমান, অসীম এবং অনন্ত এক পরম সত্তা বৈচিত্র্যপূর্ণ জাগতিক সমস্ত বস্তুসত্তার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপরই আমাদের একান্তভাবে নির্ভরশীল হতে হয়। সুতরাং ভাববাদী দার্শনিকগণ জাগতিক বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে, সামগ্রিকভাবে জাগতিক ঐক্যের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

Scanned by CamScanner